৫৭

দৈনিক বাংলা 8৮ তারিখ 10 JAN 1993 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫৫

নেত্রকোনায় স্কুল কলেজের সাহায্যের নামে জুয়ার রমরমা ব্যবসা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নেত্রকোনা, ৯ জানুয়ারি।—স্কুল কলেজের তহবিল গঠনের নাম করে নেত্রকোনা জেলার বিভিন্ন স্থানে আনন্দমেলা চালু করা হয়েছে। যাত্রা ও নাচ–গানের নামে গ্রাম–গঞ্জে লিফলেট ছড়িয়ে, মাইকিং করে, ঢোল পিটিয়ে লোক আকর্ষণ করাহচ্ছে।

মেলার বড় আকর্ষণ হচ্ছে জুয়া, হাউজী, অশ্লীল নৃত্য–সংগীত ও চরিত্র হননকারী কার্যকলাপ। ফলে এক শ্রেণীর লোক দেদার মুনাফা লুটছে। অপর দিকে আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পেয়ে আইন-শৃংখলার মারাত্মক অবনতি ঘটছে।

আইন–শৃংখলা রক্ষাকারী কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী জুয়াড়ীদের প্রত্যক্ষ মদদ যোগাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

পূর্বধলা থানার হিরনপুর বাজার সন্নিকটস্থ বিরাট প্যান্ডেলে প্রায় দেড় মাস যাবত চলছে জুয়ার রমরমা আসর। কেন্দুয়া থানা সদর ও রামপুর, বারহাট্টা থানা সদর ও বিভিন্ন এলাকা এবং কলমাকান্দা থানা সদরে অনুরূপ জুয়ার আসর বসিয়ে এক শ্রেণীর জুয়াড়ী আখের গোছাতে তৎপর।

অভিযোগে জানা গেছে, এসব জুয়ার আসরে দিনের বেলা রিং পদ্ধতিতে জুয়া খেলা হয়। সন্ধ্যার পর পরই জুয়ার পালা বদল হয়ে রাত একটা পর্যন্ত চলে হাউজী, পট ও চরকী খেলা। গভীর রাতে শুরু হয় ওয়ান–এইট ও ওয়ান–টেন বোর্ডের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকার জুয়া। পট গুটি ও চরকীর ঘুরনিতে হার–জিতের বাজী নিয়ে পকেট ভরার লোভে সরল গ্রামবাসীরা পকেট শূন্য করে বাড়ি ফিরছে। ওয়ান–এইট ও ওয়ান টেন স্যাটিং খেলার মোটা টাকা লাভের আশায় প্রত্যহ অসংখ্য লোক সব খুইয়ে জুয়ার আসর থেকে বেরিয়ে আসে। জুয়ার আসরে হেরে যাওয়া লোকজন লোকসান পুষিয়ে লাভ করবে এ আশা নিয়ে কেউ গরু-ছাগল, কেউ স্ত্রীর গয়না, কেউ ধান-চাল, কেউ বা স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ফের জুয়ার মাঠে যাচ্ছে। কিন্তু সব আশায়ই গুড়ে-বালি।

ছাত্র ও উঠতি বয়সের যুবকদের জুয়ার টাকা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ারও অভিযোগ রয়েছে।

জুয়ার মাঠে জুয়া ছাড়াও অসামাজিক কার্যকলাপ চলারও অভিযোগ রয়েছে। প্রখ্যাত জুয়াড়ীদের মদদ দেয়ার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে—মদের আসর ও প্রমোদবালাদের নিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপ।